شبكة وذكر للتواصل الإجتماعي
@WATHAKERBH
33172332

مركز الهداية لتوعية الجاليات
Al Hedaya Center for Community Awareness
مملكة البحرين
KINGDOM OF BAHRAIN
(كـن داعـياً)

مركــــز الهـــداية
لتوعية الجاليــات

আমার হাজ্জ

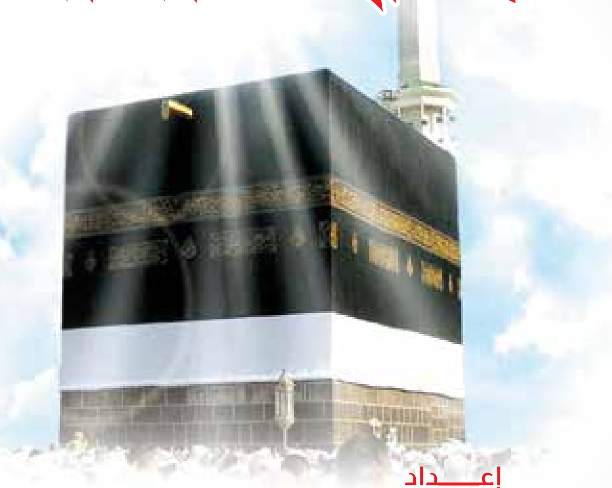

إعــــداد
ياسر بن محمد الفهيد
راجعه معالي الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
عضو هيئة كبار العلماء
অনুবাদক/ المترجم/
الشيخ / مهدي حسن عبد الحليم مدني
الداعية بوزارة العدل والشئوون الاسلامية والأوقاف
مملكة البحرين

باللغة البنغالية

مشـــروع علـم ينتفـع بـه

تصميم وتنسيق : وذكّر للطباعة والعمل الدعوي

আমার হাজ্জ

হজ্জের রুকন সুমুহঃ

১- ইহরাম বাধা । ২- আরাফায় অবস্থান করা ।
৩- হজ্জের তাওয়াফ করা (তাওয়াফে ইফাদাহ)
৪- সায়ী করা ।

হজ্জের ওয়াজেব সুমুহঃ

১-মিক্বাত থেকে ইহরাম বাধা ।
২-আরাফায় মাগরিব পর্যন্ত অপেক্ষা করা ।
৩-অর্ধ রাত পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা ।
৪-মিনায় জিলহজ্জের ১১,১২ তারিখ রাত্রি যাপন করা ।
৫-ক্রমান্বয়ে জামারাতে কংকর নিক্ষেপ করা ।
৬-মাথা মুন্ডন করা বা চুল ছোট করা ।
৭-বিদায় তওয়াফ করা ।

মুসলিম তার ইচ্ছা অনুযায়ী তিন ধরনের হজ্জ করতে পারেনঃ
১- মুফরেদ ২- ক্বারেন ৩- মুতামাত্বে

মুফরেদ ও ক্বারেন হজ্জের মধ্যে শুধু ২টি পার্থক্যঃ

১- যারা মুফরেদ হজ্জ করবেন তারা তাল্বিয়া দেয়ার সময় বলবেন ((আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান)), আর যারা ক্বারেন তারা তাল্বিয়া দেয়ার সময় বলবে ((আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা ওমরাতান ওয়া হাজ্জান))।

২- যারা মুফরেদ হজ্জ করবেন তাদের জন্যে হাদি দিতে হবেনা (পশু জবেহ দিতে হবেনা) ক্বারেন হজ্জ যারা করবেন তাদের হাদি দিতে হবে মুতামাত্বের মত ।

ক্রমান্নায়ে মুতামাত্বে হজ্জের কাজ গুলো ও তার হুকুমঃ

1 প্রথমতঃ ৮ই জিলহজ্জ (ইয়াউমুত তারবিয়া)

ইহরাম বাধা, হজ্জের কর্মে প্রবেশের উদ্দেশ্যে

১- ইহরামে সুন্নত হচ্ছে গসল করা, পরিস্কার হওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা (সুগন্ধি শুধু পুরুষদের জন্যে)

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা।

২- পুরুষেরা ইহরামের দুটি পরিস্কার কাপড় পড়বে,(একটি লুঙ্গি আর একটি চাদর) আর মেয়েরা যা ইচ্ছা পরিধান করবে তবে এমন পোষাক নয় যা পর্দার ঘার্তি হয় ও সৌন্দর্য পদর্শন হয় ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা, তবে পর্দার কোন কমতি হলে মা বনেরা গুনাহগার হবেন ।

৩- যিনি মুতামাত্বে হজ্জ করবেন তার জন্যে সুন্নাহ হচ্ছে সে যে জায়গায় অবস্থান করছেন সেখান থেকে হজ্জের নিয়াত করবেন বলবেন (আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান)

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৪- যদি কেউ ভয় পায় বা কোন বাধা এসে দাঁড়ায় যেমন অসুস্থতা, ডাকাত, দুশমন বা অন্য কোন বাধা তাহলে তিনি নিম্ন দোয়া বলে শর্ত করে নিবে ,

(اللهم لبيك حجاَ فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)

আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান, যদি কোন বাধা দায়ক বস্তু আমাকে হজ্জের কাজ সম্পাদনে বাধা দেয় , তবে হে আল্লাহ তুমি আমাকে যেখানেই আটকিয়ে দেবে সেখানেই আমার ইহরাম ভঙ্গ হয়ে যাবে, ফলে আমি হালাল হয়ে যাব ।
যদি কোন ভয় না থাকে তাহলে এই শর্ত না করাই সুন্নাহ।
আর যদি শর্ত কেউ করে এবং হজ্জব্রত পালন করতে না পারে তাহলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা , আর যদি শর্ত না করে এবং হজ্জব্রত পালনে বাধা প্রাপ্ত হয় তাহলে তার হুকুম হবে হুকুম আলমুহ্সার, অর্থা(যদি শর্ত না করে থাকে এবং কোন কারণে ইহরাম ভঙ্গ করতে হয় তাহলে তাকে দম দিতে হইবে)

৫- হজ্জ কর্ম শুরু করলে তালবিয়া বেশি বেশি সুন্নাহ ও পুরুষেরা তালবিয়া উচ্চ আওয়াজে তাল্বিয়া দেয়া সুন্নাহ , মহিলা নয় । আর তাল্বিয়া দিতে থাকবে জিল হজ্জ মাসের ১০ তারিখ বড় জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৬- মিনায় অবস্থানকালে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ গুলো কছর করে পড়বে, জমা করবেনা ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

2 দ্বিতিয়ঃ জিল হাজ্জ এর ৯ম দিনঃ

এইদিন আরাফার দিন / মুজদালেফার রাত্রি

৭ – সূর্য ওঠার পরে আরাফার উদ্দেশে তালবিয়া দিতে দিতে রওয়ানা হওয়া সুন্নাহ ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৮ – আরাফার দিনে খুতবা শুনা সুন্নাহ অতঃপর এক আযান দুই ইক্বামতে জহর এবং আছর জমা ও ক্বছর করে পড়ে নেয়া সুন্নাহ ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

আমার হাজ্জ

৯ – আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে দুহাত তুলে ক্বেবলা মুখি হয়ে বেশি বেশি দোয়া করা সুন্নাহ ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

১০– সূর্য ডোবা পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা ওয়াজেব ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার হজ্জ হবেনা, যদি কেউ সূর্য ডোবার আগে আরাফার ময়দান ত্যাগ করে তাহলে তাকে দম দিতে হবে ।

১১ – আরাফা ময়দানের যেকোন জায়গায় অবস্থান করা জায়েজ শুধু (বাতনে উরানাহ) নামক জায়গা বেতিত । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেছেনঃ((আমি এখানে অবস্থান করেছি আরাফাহ পুরাটাই অবস্থানের জায়গা, বাতনে উরানাহ থেকে উঠে যাও)) (মুসলিম)

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

১২ – সূর্য ডোবার পর ধীরে ধীরে, ভির না করে মুজদালেফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সুন্নাহ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

১৩ – আরাফার দিনে হাজিদের রোযা রাখা মাকরুহ , তবে হজ্জের কুরবানী যে দিতে পারবেনা সে রোযা রাখতে পারবে ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

১৪ – মুজদালেফায় গিয়ে মাগরিব ও ঈশা এক আযান দুই ইক্বামতে জমা,ক্বছর করে পড়া সুন্নাহ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

১৫ - অর্ধরাত পর্যন্ত মুজদালেফায় অবস্থান করা ওয়াজেব ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তাকে দম দিতে হবে ।

১৬ – ফজর উদিত হওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত মুজদালেফায় অবস্থান করা সুন্নাহ ও বসে থাকা ফজরের নামাজের পর পর্যন্ত যতক্ষন না পুরা সকাল হয়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিসসালাম থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ ((রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিসসালাম মাশয়ারুল হারাম যখন এসেছেন ক্বিবলা মুখি হয়ে দোয়া করেছেন, তাকবির দিয়েছেন, তাল্বিয়া দিয়েছেন, ও আল্লাহর একাত্ব প্রকাশ করেছেন।)) (মুসলিম)

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

১৭ – দুর্বল ও মহিলারা যদি চায় তাহলে মধ্যরাতে মুজদালেফা ত্যাগ করতে পারবে ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

3 তৃতীয়ঃ দশই জিলহজ্জ

কুরবানীর দিন / ঈদের দিনঃ

১৮ – সূর্য উদিত হওয়ার আগে মুজদালেফা হতে মিনার উদ্দেশ্যে তালবিয়া দিতে দিতে ও যীকর করতে করতে গমণ করা সুন্নাহ।
হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

১৯ - মুজদালেফা থেকে মিনা যাওয়ার পথে যেকোন স্থান থেকে ৭ টি কংকর কুড়ায় নেয়া সুন্নাহ। (কংকর গুলো যেন বুটের সমতুল্য হয়)
হুকুমঃএর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

২০ – জামারায় উক্বায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজেব ।
হুকুমঃএর বেতিক্রম করলে দম দিতে হবে ।

২১ – কংকর নিক্ষেপ এর সুন্নাহ হলোঃ সাতটি কংকর যেন পরপর নিক্ষেপ করে ও প্রত্যেক নিক্ষেপে আল্লাহু আকবার বলবে, ডান পার্শে কাবা কে রাখবে ও বায়ে মিনা কে রাখবে, তারপর কোন দোয়া করবেনা ।

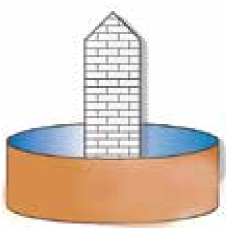

২২ – পাথর নিক্ষেপ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তাল্বিয়া দেয়া বন্ধ করে দেয়া সুন্নাহ।
হুকুমঃএর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

২৩ –তামাত্ত হাজ্জকারীগনের জন্য হাদি দেয়া ওয়াজেব (পশু কুরবানী দেয়া) তার সময় হলো ঈদের দিন থেকে শুরু করে ১৩ই জিলহাজ্জের সূর্য ডোবার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত, মিনা বা মক্কার যেকোন স্থানে পশু জবেহ দিতে পারবে ।

যদি হাজী পশু না পায় বা সামর্থ না রাখে তাহলে হাজ্জের মাঝে তিনটি রোযা রাখবে আর সেই তিনটি রোযা জিলহাজ্জের ১১,১২,১৩ তারিখে রাখা মুস্তাহাব এবং বাকি সাতটি রোযা দেশেফিরে গেলে রাখবে ।

২৪ –তারপর ছেলেরা মাথা মুন্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে আর মাথা মুন্ডন করাই উত্তম কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম মাথা মুন্ডন করেছিলেন । মেয়েরা চুলের আগা কাটবে ।

হুকুমঃএর বেতিক্রম করলে তাকে দম দিতে হবে ।

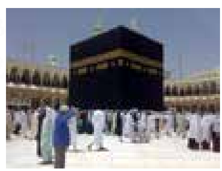

২৫ –তারপর হাজ্জের তাওয়াফ করা ওয়াজেব, দৌড় ও কাধ বের করা ছাড়া, আর এই তাওয়াফ বিদায় তাওয়াফের সাথে করা যাবে ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার হাজ্জ হবেনা ।

২৬ –কংকর ও মাথা মুন্ডানোর পর হাজ্জের তাওয়াফের আগে হাজীগণ আতর বা সুগন্ধি মাখা সুন্নত ।

হুকুমঃএর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

২৭ –অতঃপর সাফা মারওয়ায় সাঈ করা ওয়াজেব।
হুকুমঃএর বেতিক্রম করলে তার হাজ্জ হবেনা ।

২৮ –(কংকর নিক্ষেপ, মাথা মুন্ডানো বা চুল কাটা ও তাওয়াফ করা) এই তিনটির যেকোন দুটা করলেই সে প্রথম হালাল হয়ে যাবে এবং তিনি সব করতে পারবেন যা তার সাময়িক বাধা ছিল কিন্তু স্ত্রি সহবাস ছাড়া । যদি তিনটি কাজই সম্পাদন হয়ে যায় তখন তার জন্য সব হালাল হয়ে যাবে ।
হুকুমঃএর বেতিক্রম করলে তার হাজ্জ হবেনা ।

২৯ –মিনায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজেব, অর্ধেক রাত্রি যাপন করলেই রাত্রি যাপন এর ওয়াজেব পূর্ণ হয়ে যাবে ।
হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তাকে দম দিতে হবে ।

৩০ –১০ই জিলহাজ্জ কংকর নিক্ষেপের পর থেকে নির্দিষ্ট তাকবির দেয়া সুন্নাহ আর এই তাকবির দেয়া শেষ ১৩ই জিলহাজ্জ আছর পর পর্যন্ত ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৩১ – (কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী , মাথা মুন্ডানো ও তাওয়াফ) এই সমস্ত কাজ একটির আগে আর একটি করা জায়েজ আছে । নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহিসসালাম বলেছেন ((করো কোন সমস্যা নাই)) (মুসলিম)

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৩২ –মিনায় অবস্থানকালে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ গুলো দুই রাকাত করে পড়া ও জমা না করা সুন্নাহ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৩৩ - মিনায় অবস্থান করা ও চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজ গুলো দুই রাকাত করে পড়া ও জমা না করা সুন্নাহ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

চতুর্থঃ ১১,১২,১৩ ই জিলহাজ্জ (আইয়্যাম তাশরিক্ব)

৩৪ –প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তাকবির দেয়া সুন্নাহ,

তাকবিরঃ

﴾ الله أكبر ، الله أكبر ،
لا إله إلا الله ، و الله أكبر،
الله أكبر ، ولله الحمد ﴿

৩৫ –তিনটি জামারায় কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজেব আগে ছোট তারপর মধ্যম তারপর বড় ।

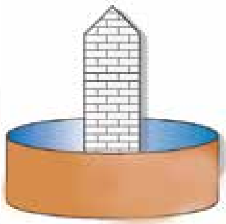

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তাকে দম দিতে হবে ।

৩৬ –প্রত্যেক জামারায় কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবির দেয়া ও একটার পর আর একটা নিক্ষেপ করা সুন্নাহ। কংকর নিক্ষেপের সময় হলো সূর্য হেলার পর থেকে ফজর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৩৭ –ছোট জামারায় কংকর নিক্ষেপের পরে লম্বা দোয়া করা সুন্নাহ, কংকর নিক্ষেপের পর একটু সামনের দিকে এগিয়ে যেয়ে ক্বেবলা মুখি হয়ে দু হাত তুলে দোয়া করবে ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৩৮ –মধ্যম জামারায় কংকর নিক্ষেপের পরে লম্বা দোয়া করা সুন্নাহ , কংকর নিক্ষেপের পর একটু সামনের দিকে এগিয়ে যেয়ে ক্বেবলা মুখি হয়ে দু হাত তুলে দোয়া করবে ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৩৯ –বড় জামারায় কংকর নিক্ষেপের সময় কাবা কে বাঁয়ে রাখা ও মিনাকে ডানে রাখে সুন্নাহ, ও তারপর দোয়া করবেনা ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৪০ –মিনায় অর্ধেক রাতের বেশি অবস্থান করা ওয়াজেব ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তাকে দম দিতে হবে ।

৪১ – ১৩ই জিলহাজ্জ পর্যন্ত মিনায় থাকা সুন্নাহ যদি কেউ ১২ই জিলহাজ্জ যেতে চায় তার জন্যে বাধা নাই ।

হুকুমঃ এর বেতিক্রম করলে তার উপর কিছু বর্তাবেনা ।

৪২ - যারা ১২ই জিলহাজ্জে চলে যেতে চায় তাদের জন্য সেদিন কংকর নিক্ষেপের পর মাগরিবের আগেই মিনা থেকে বের হয়ে যাওয়া ওয়াজেব ।

আর যদি মাগরিবের পর হয়ে যায় তাহলে তাদের দেরি করতে হবে ১৩ই জিলহাজ্জ পর্যন্ত ।

৪৩ –বিদায় তওয়াফ করা ওয়াজেব, তবে যে সমস্ত মহিলাদের মাসিক বা নেফাস হয়েছে তারা ব্যতিত, রাসুল সাল্ললাহু আলাইহিস সালাম বলেছেনঃ((কেউ যেন চলে না যায় যতক্ষন না সে কাবা ঘর তওয়াফ না করে)) (মুসলিম)

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সূমহঃ

১- কোন প্রকার চুল তোলা, ছেড়া বা কাটা ।

২- নোখ কাটা ।

৩- সুগন্ধি ব্যবহার করা ।

৪- স্ত্রি সহবাস পুর্ব কোন কাজ করা ।

৫- প্রানী, পশুপাখি শিকার করা ।

৬- বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

৭- স্ত্রি সহবাস করা ।

৮- সেলাই কৃত কাপড় পরিধান করা ।
(পুরুষদের জন্য)

৯- মাথা ঢাকা । (পুরুষদের জন্য)

১০ – নেক্বাব পরিধান করা । (মহিলাদের জন্য)

১১- হাত মুজা পরিধান করা । (মহিলাদের জন্য)

مركز الهداية لتوعية الجاليات
Al Hedaya Center for Community Awareness
مملكة البحرين
KINGDOM OF BAHRAIN

(كـــن داعـــياً)

لدعم مشروعات

AL HEDAYA CENTER
for Community Awareness

مركــــز الهــــداية
لتوعية الجاليــات

Tel : +973 17465855 - Fax : +973 17673844 - P.O. Box : 50851 - Hidd
Kingdom of Bahrain - E-mail : alhedayacenter@gmail.com - www.al-hedaya.net

مملكـــــة البحـــــرين